(৪)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG 10 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

যোগ্য জনশক্তির অভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে বিদেশীরা

রিয়াজ চৌধুরী

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার হার বাড়লেও উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। এর ফলে বিদেশীরা সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিশেষ বিশেষ পদে 'পরামর্শক ও উপদেষ্টা' হিসেবে কাজ করছে। উচ্চ শিক্ষার হার বাড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন খাতে কাজ করার জন্য দেশে কোন দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যাবে না বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

জানা গেছে, বর্তমানে দেশে বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ বিদেশী কাজ করছে। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান, এনজিও ছাড়াও সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানে বিদেশীরা পরামর্শক ও উপদেষ্টাপদসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত রয়েছে। প্রায় সাড়ে ৮শ' বিদেশী বৈধ কাগজপত্র নিয়ে এদেশে কাজ করছে। বিভিন্ন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বলেছেন, এদেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব। বিশেষ করে কারিগরি দক্ষতা অর্জনে এদেশ পিছিয়ে আছে অনেক। তাই বিদেশীদের এ ক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকার দাতাগোষ্ঠীর ঋণ ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার তেমন কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও বিগত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমন বাড়েনি। দেশে

৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে মাত্র ১৪টি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৩০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাকি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিবছর উত্তীর্ণ হয় প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩ হলেও এগুলোর অধিকাংশেরই শিক্ষা কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ। আর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা ব্যয়বহুল। তাই অনেক শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার বেহাল অবস্থার সুযোগে বিদেশীরা দেশের শীর্ষ পর্যায়ের পদগুলো দখল করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। অনেকে বলছেন, শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে ছেলে-মেয়েরা সারি বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। এগুলো কোন মূল হিসাব নয়। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে এটা সত্যি। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক লেভেলে শিক্ষার হার বেড়েছে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে এগুলো থেমে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় বাংলাদেশের অবদান অনেক কম। ফলে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদেশীরা কাজ করছে। তারা এখানে এসে টেকনিক্যাল ও কনসালটেন্সি পদগুলো দখল করে নিচ্ছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে আর একশ্রেণীর মানুষের উদর বড় হচ্ছে। শ্রমবাজার নিজেদের দখলে রাখতে হলে উচ্চ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

জাতিসংঘের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান আঙ্কটার্ড রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ নিচ্ছে। এদের বয়স ধরা হয়েছে ২০ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত। উন্নয়নশীল দেশে এই বয়সের বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের হার ২৩ শতাংশ। টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষাখাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ২ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ অংশ নিচ্ছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষাখাতে অংশগ্রহণের হার ১০ দশমিক ৪ শতাংশ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশে স্কুলে অংশগ্রহণের হার উন্নয়নশীল দেশের অর্ধেক। ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের এক হিসাবে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশের বয়প্রাপ্ত পুরুষের ৬৩ শতাংশ ও মহিলাদের ৪৩ শতাংশ অংশ নিচ্ছে লেখাপড়ায়। অর্থাৎ গড়ে ৫৩ শতাংশ। এ হার যুব পর্যায়ে একটু বেশী। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে পুরুষ ৭০ শতাংশ ও নারী ৫৭ শতাংশ অংশ নিচ্ছে। গড়ে এ হার ৬৪ শতাংশ।